প্রথম আলো

তারিখ ..15.OCT..2015...
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম ...২...

পিছিয়ে পড়ছে পুরান ঢাকার স্কুল

মোশতাক আহমেদ ●

পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো। মেধাবীদের চারণক্ষেত্র বলে পরিচিত এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখন আর পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে না। সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা এসব বিদ্যালয়ে পড়তেও চায় না। নানা সমস্যার জালে জড়িয়ে অনেক বিদ্যালয় চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

এক সপ্তাহ ধরে কয়েকটি বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ভালো পরিবেশ নেই। কোনো কোনো বিদ্যালয় অন্য কলেজের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। আবার বিদ্যালয়ের দেয়ালঘেঁষে বসেছে বাজার। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানও ঠিকমতো হচ্ছে না।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা গভ. মুসলিম হাইস্কুল, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পোগোজ স্কুল, কে এম জুবলি স্কুল, সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুলসহ বেশ কয়েকটির সুনাম ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীদের অনেকেই রাজনীতি, প্রশাসন, আইন, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাবলিক পরীক্ষার ফল ঢাকার অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় সারা দেশে যেখানে জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি সেখানে এবার এই বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ছয়জন। অথচ গতবারও ১৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। বিদ্যমান কাঠামোয় জিপিএ-৫ হলো সর্বোচ্চ ফল।

বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ভালো পরিবেশ নেই। কোনো কোনো বিদ্যালয় অন্য কলেজের ভেতরে ঢুকে পড়ছে

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলও খারাপ। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীও জিপিএ-৫ পায়নি। ১৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২০ জন পাস করতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল অবশ্য তুলনামূলক ভালো। ১৪৮ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০ জন। অবশ্য সমাপনী পরীক্ষায় সারা দেশেই পাসের হার প্রায় ৯৯ শতাংশ।

সরেজমিনে দেখা গেল কাপ্তান বাজারে অবস্থিত বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখেই বাজার বসে। আছে অসংখ্য মাংসের দোকান। ফটকের কাছে আবর্জনা। ভেতরে জায়গা থাকলেও বিদ্যালয়-লাগোয়া বাসাবাড়ি থেকে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানা ও আরও দুজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যালয়ে বর্তমানে দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দুই পালায় পড়ানো হয়। মোট শিক্ষার্থী ১ হাজার ৫৭০ জন। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান। আশপাশের পরিবেশ ভালো না হওয়ায় এখানে সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা ভর্তি হয় না। আবার ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই অনুপস্থিত থাকে। ঝরেও পড়ে অনেকে। অভিভাবকেরাও সচেতন নন। এ রকম পরিস্থিতিতেও তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে শিক্ষার্থীদের ভালো করাচ্ছেন।

ঢাকা গভ. মুসলিম হাইস্কুলের অবস্থাও ভালো নয়। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ জেএসসি পরীক্ষায় নয়জন জিপিএ-৫ পায়। অথচ আগের বছরও পেয়েছিল ১৬ জন। এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পায় ২১ জন। যা আগের বছর ছিল ৪০ জন। এখানে শিক্ষকও পর্যাপ্ত নেই। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক মিলিয়ে ২৭টি পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন ১৮ জন।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জায়গা নেই বলে জানালেন কয়েকজন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের সামনে কিছুটা খালি জায়গায় শিক্ষার্থীরা খেলছে। ভেতরে একটি নতুন ভবন হলেও অন্য ভবনগুলোর অবস্থা ভালো নয়। এখানে দুই পালায় মোট শিক্ষার্থী প্রায় ২ হাজার ২০০ জন। এই বিদ্যালয় থেকে একসময় বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম দিকে থাকত অসংখ্য শিক্ষার্থী।

বাংলাবাজার সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ভেতরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকলেও আইসিটি ল্যাব ও কক্ষ ভালো নয়। বিদ্যালয়ের পুরোনো ভবনের অনেক কক্ষই ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে বর্তমানে ২ হাজার ৩৩৫ জন ছাত্রী পড়ছে।

পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়টি এখন কবি নজরুল সরকারি কলেজের একটি কোনায় একটি ভবনের নিচতলায় নয়টি কক্ষ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চালাচ্ছে।